এক মুঠো জীবন

সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ

EK MUTHO JIBAN

A Book on life, essays, poems and stories

By Suprokash Bandopadhyay

First Published
January, 2024

ISBN 978-81-7332-892-3

Price ₹ 200

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৪

শব্দগ্রন্থন ও সম্পাদনা
বাংলা অলিম্পিয়াড-এর পক্ষে
রমাপদ পাহাড়ি
ফোন ৯৮৩০২৫৮৬৬৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঋতম ঘোষাল

দাম ₹ ২০০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

জীবনের এই অঞ্জলি আমার স্বর্গত
পিতা শিবুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাতা করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেজোকাকা শর্বরী বন্দ্যোপাধ্যায়
দিদি সুকৃতি গোস্বামী-র
স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত

এক মুঠো জীবন এবং কিছু শব্দমালা

শৈশবের তখনো আড় ভাঙেনি। শাপলা–শালুক উলুক–ঝুলুক জীবন। আলাভোলা দিনযাপন। সবে চতুর্থ শ্রেণি। তখন থেকেই যেন লেখালেখির পোকাটা নড়ে উঠেছিল। ছাপার আখরে নাম দেখার এক অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল।

শুরুর দিনের শুরুর কথা বলতে গিয়ে, আমার পিসতুতো দাদা রজনী চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলতেই হয়। সেই দাদা ছিলেন হাইস্কুলের শিক্ষক। লেখালেখি করতেন প্রাণের টানে, মনের আনন্দে। 'সঞ্চারী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন গাঁটের কড়ি খুইয়ে। ওই পত্রিকা ঘিরে তৈরি হয়েছিল আমার যত মন উচাটন। উন্মাদনার ঘোর এমনই, ওই ছোট্ট বয়সে সেই পত্রিকা আমি নিজে হাতে বিক্রি পর্যন্ত করতাম। আমার নামও ছাপা হত সেই পত্রিকায়। তবে ওই খুদে বয়সে লেখা বলতে ধাঁধা বিভাগে উত্তর পাঠানো এবং সঠিক উত্তরদাতা হিসাবে নাম প্রকাশ। পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক।

এরপর ডিঙ্গি মেরে পঞ্চম শ্রেণিতে, হাইস্কুলে। এর মাঝেই জীবন হয়ে উঠেছে আরও রঙিন। বাড়িতে রেডিও এসেছে। সারাক্ষণ 'আমি কান পেতে রই'। শিশুমহল, ইন্দিরাদি, গল্পদাদুর আসর। সে এক অন্য জগৎ। আশ্চর্য ইথার দুনিয়া। সেসব অনুষ্ঠানে কতজনে চিঠি পাঠায়। তাদের নাম ঘোষণা হয়। আমারও মন টগবগিয়ে ওঠে। চিঠি পাঠালে যদি নাম বলে!

কলকাতা থেকে আসতেন আমাদের স্কুল–শিক্ষিকা ছবিদি, ছোড়দি

আরতিদি। তখন তো পোস্টকার্ডের যুগ। তাঁদের হাতে তুলে দিতাম শিশুমহল, গল্পদাদুর আসরের জন্য লেখা পোস্টকার্ডগুলো। তাঁরা চিঠিগুলো ফেলতেন হাওড়া স্টেশনের ডাকবাক্সে, যাতে চিঠিরা খুব দ্রুত রেডিও অফিসে পৌঁছোতে পারে।

এভাবেই শব্দ জুড়ে জুড়ে শব্দমালা তৈরি করা। প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠা। মুশকিলটা হল, সেইসব লেখা প্রকাশ করবে কে? আজকের দিনের মতো এত পত্র–পত্রিকা সেকালে ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়া তো ভাবনারও দূরস্থান। সাহস করে আন্দুল কলেজে 'কলেজ পত্রিকা'র জন্য লেখা দিলাম। বের হল। অমনি ইচ্ছেগুলো যেন আরও একটু আশকারা পেল। সেই সময় আমার এলাকার স্বনামধন্য ক্লাব নেতাজি সংঘের সম্পাদক পদে ছিলেন বঙ্কিম হালদার। তাঁকে গিয়ে ধরলাম। বললাম, এই অঞ্চলে অনেক স্বাধীনতী সংগ্রামী আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার সরকারি তাম্রপত্রও পেয়েছেন। প্রণম্য সেইসব ব্যক্তিত্বদের নিয়ে যদি কিছু লেখালেখি করা যায়! উনি সেই দায়িত্ব আমার কাঁধেই চাপিয়ে দিলেন। ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব 'নেতাজি জন্মজয়ন্তী'তে স্মরণিকা প্রকাশ পাবে। সেখানেই বিপ্লবীদের নিয়ে লেখার কথা বললেন।

তখন টগবগে যুবক। অদম্য উদ্যম। টিম করে ফেললাম। এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে গেলাম। প্রায় ছয় মাস ধরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করলাম। অবশেষে, ক্লাব থেকে স্মরণিকা প্রকাশ পেল। সেই শুরু। এসব কথা প্রায় ৪০–৪৫ বছর ফেলে আসা অতীতের ঘটনা। রাত জেগে প্রেসে অক্ষরমালা সাজানো। কম্পোজ করা। সে এক মধুর স্মৃতি। এলাকায় প্রথম কোনো ক্লাবের স্মরণিকা প্রকাশ, যেটি আমার হাত ধরেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সেই সুবাদে বড় আন্তরিক হয়ে উঠলেন বন্ধু গঙ্গাধর গাঙ্গুলি, ভাই দিলীপ পাড়ুই, সুদিন মণ্ডল, সুবীর অধিকারী, কাকা বাসুদেব হালদার, আনসারুল হোসেন জমাদার— এমন অনেক অনেক সুহৃদ।

শুধু কি লেখা! সেইসঙ্গে আরও হাজারো নেশাগ্রস্ত জীবন। নেশা কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলা দেখা, বামপন্থী রাজনীতি করা, রবীন্দ্র সদনে নাটক দেখা, বেড়ানো, বইমেলা ঘোরা এবং বিখ্যাত মানুষদের সান্নিধ্য লাভ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে স্মরণিকার জন্য লেখা সংগ্রহ। এলাকায় হয়তো কোনো ক্লাব স্মরণিকা প্রকাশ করবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কখনও কুণ্ঠা করিনি। এবং যাবতীয় কাজই আমার আবাল্য সঙ্গী, বহু সুখ–দুঃখের সাক্ষী রঘুদেবপুর নেতাজি সংঘের কাজ করতে করতে। সঙ্গে গড়গড়িয়ে চলেছে লেখাপড়া এবং একসময় আইন বিষয়টি রপ্ত করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া। তারপর সেই কেঁচে গণ্ডুষ জীবন––ওকালতি।

ক্রমে ক্রমে জীবন এগোয়, এগোতে থাকে। আমারও পরিচিতির পরিধি বাড়ে। শিশুমহলের ইন্দিরাদি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল

চন্দ্র সেন, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ ..., সমর গুহ, ডা. কানাইলাল ভট্টাচার্য, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ, মন্ত্রী নির্মল বসু, সমবায় মন্ত্রী রবিন ঘোষ, ভক্তিভূষণ মণ্ডলের মতো মানুষদের সান্নিধ্য লাভ। সাক্ষাৎকার নেওয়া জুনিয়ার পি সি সরকারের। গ্রন্থমেলায় হাঁটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রণম্যদের সঙ্গে।

আত্মার আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে পড়া আকাশবাণীর সঙ্গে। বিবিধ ভারতীর 'কথাকলি' অনুষ্ঠান। আমার লেখা প্রচার করা হল। ওখানেই আলাপ উপস্থাপক পিন্টুকুমার দাসের সঙ্গে। ওই অনুষ্ঠানে পঠিত লেখা প্রকাশ পেল সেদিনের দৈনিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। তারপর বর্তমান দৈনিকের 'হ য ব র ল' বিভাগে। প্রকাশ পেল প্রতিদিন পত্রিকা সহ পড়াশোনা ট্যাবলয়েডে। বর্তমানের রবিবারের পাতায় প্রায় নিয়মিত লেখা প্রকাশ। আকাশবাণীর কথিকা বিভাগে নিজের লেখা নিজে পাঠ করার জন্য বিবেচিত হওয়া। অণুগল্প বিভাগে 'সেরার সেরা'। একসময় সুখী গৃহকোণ, তথ্যকেন্দ্র, বাংলা স্টেটসম্যান, ভোরের বার্তায় নানা রঙের ডালি সাজিয়ে নিত্য নতুন লেখা প্রকাশ। আকাশবাণীর প্রাত্যহিকী, সংবাদ সমীক্ষা বিভাগে সুনাম অর্জন। একইসঙ্গে আরও ইতিউতি নানাবিধ পত্র–পত্রিকায় রকমারি বিষয়ে সৃষ্টির ফুল ফুটিয়ে তোলা।

সংবাদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও আমার অগাধ আগ্রহ। ১৯৮৪ থেকে এ যাবৎ বিশেষ বিশেষ দিনের ঘটনা, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদপত্রের ক্লিপিংস আমার সংগ্রহে আছে। জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, পাঠক ও শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা। চিঠি লিখেও ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন বহুজন। আমি যতটা আইনজীবী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছি, তার চেয়ে ঢের বেশি জনপরিচিতি পেয়েছি লেখক হিসাবে। গুণগ্রাহীদের ভালোলাগাটাই আমাকে আপ্লুত করে। প্রত্যেককে আমার কুর্নিশ।

মাঝেমধ্যেই হারিয়ে যাই পথভোলা পথিকের মতো। বেরিয়ে পড়ি পথে পথে। কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, কখনও বা কোনো পাহাড়ে, সাগরে—ভ্রমরের মতো মন নিয়ে ভ্রমণ পিপাসু হয়ে পড়ি। উদাস মনে ভাবতে থাকি, সেই বিখ্যাত পঙক্তিটা গুনগুনিয়ে উঠি—'জীবনটা এত ছোটো ক্যানে!' একমুঠো জীবন, এক আঁজলা সময়। ৬৭ বছরের জীবন, কালের বিচারে এ বড় যৎসামান্য, তিলেক মাত্র। চাওয়া–পাওয়ার টানাপোড়েনের মাঝে এই বইতে সাজিয়ে দিলাম কিছু সৃষ্টির ফুল। যাঁরা আমাকে জীবনে বেড়ে উঠতে, জীবন গড়ে তুলতে, প্রকাশ পেতে প্রকাশ হতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অকাতরে, তাঁদের কুর্নিশ। নিন্দুকদের কাছেও আমার জীবন শুধরে দেবার জন্য অশেষ ঋণ।

পাঠকদের প্রত্যাশার বিন্দু–বিসর্গ মেটাতে পারলে, নিজেকে ধন্য মনে করব। সার্থক হবে আমার এই প্রচেষ্টা।

কোথায় কী?

গুণীজন সান্নিধ্যে ১১

স্মরণীয় বরণীয় ১৭

রামকৃষ্ণ
মা সারদা
বিবেকানন্দ
নিবেদিতা
নীরদা সুন্দরী
রাসবিহারী
মাদাম কুরি
বেগম রোকেয়া
ক্ষুদিরাম
আরামবাগের গান্ধি
একুশে ফেব্রুয়ারি
রাখিবন্ধন
নিবেদিতা
অন্য তারাশঙ্কর
শরৎকুমারী
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
নোবেলজয়ীদের মা, বাবা
রাধাগোবিন্দ
কমেডিয়ান

আইনকানুন সর্বনেশে ৫৯

আইন আদালতে বিবেকানন্দ

আজও অজানা ৬৩

নীলগঞ্জের হত্যালীলা

হারায়ে খুঁজি ৬৯

বহুরূপী
ঘুড়ির সাতকাহন
শিশুকন্যার জন্য

পথ চলাতেই আনন্দ ৭৫

অনন্ত সুন্দর কেদারনাথ
মধ্যমণি মধ্যপ্রদেশ

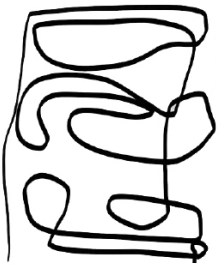

শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর ৮৭
ভালো থেকো মা
লক ডাউনের পর
বাসাহারা
সবার অন্তরে
দাঁত সমাচার
ঈদের প্রার্থনা
আমার গাঁ
দীপাবলি

আনন্দে উৎসবে ৯৭
মাতৃতর্পণের প্রয়োজনীয়তা
নানা রঙের হোলি
মানবতার উৎসব রথযাত্রা
মাদার্স ডে
ভাইফোঁটা, কোথায় কেমন
সূর্যদেবের আরাধনায় ছটপুজো
জগৎপালিকা জগদ্ধাত্রী
ধনতেরাসের সাতকাহন
ধনের দেবী লক্ষ্মী
পুরাণে ভূতচতুর্দশী
শীত এলে

গুণীজনদের রসিকতা ১২১

ঠিকানা আকাশবাণী ১২৫
সাধ সাধ্য স্বাধীনতা
বন্ধু, রহো সাথে
অন্য উত্তমকুমার
তারপর